দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

14

ভর্তি বিষয়ক জটিলতা

বিদ্যার্জন শুধু কঠিন কাজ নয়, রীতিমত ঝকমারির ব্যাপার হয়ে উঠছে। পরীক্ষা দেয়া নেয়া আর ফল বের হবার জটিল প্রক্রিয়া তো আছেই। ফল বের হবার পর যারা ভাগ্যক্রমে পাস করেন নতুন করে তাদের আরেক ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে হয়। বিষয়টা ভর্তিসংক্রান্ত। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হওয়া অন্যতম দুরূহ ব্যাপার। এই ভর্তির পরিখা অথবা পরীক্ষা ভেদ করতে পারলেই উচ্চ শিক্ষার নাগাল পাওয়া যেতেও পারে। প্রতিবারই ভর্তি পরীক্ষা অসংখ্য জটিলতার জন্ম দেয়। এইসব জটিলতা এড়াবার জন্য কিনা বলা যায় না, এবারে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের চার-পাঁচ মাস পরেও ভর্তি পরীক্ষার কোন খোঁজ নেই। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে ভর্তি সম্পর্কিত কোন নীতিমালা না থাকার জনোই এই বিপত্তি। এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার চার-পাঁচ মাস পরেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার কোন আয়োজন করতে পারলেন না। কেন পারলেন না, কি অসুবিধা সে সম্পর্কে কি সত্যিই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তারা দেখাতে পারবেন? এমনিতেই সেশনজট আছে, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বছর পিছিয়ে পড়া আছে, নানা রকম বিশৃংখলার জন্যেও ক্লাস বন্ধ থাকার ঘটনা আছে। এ রকম অবস্থায় চারটা মাস কাটিয়ে দেয়ার মধ্যে কি দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়?

গতদিনে মেডিকাল কলেজের ভর্তিপরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, আগামী মাসে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন মাত্র ফরম জমা নেয়া হচ্ছে। পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু করতে একটা সেশন শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেশন জটে নতুন গ্রন্থি যুক্ত হবে। বোঝা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ সেশনজট খোলার কথা মুখে যতই বলুন না কেন বিষয়টাতে আরা খুব গুরুত্ব দেন না। দিলে ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে এমন গাফিলতি ঘটতে পারত না। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেই দেখা যাবে পুরোনো সব সমস্যাই বহাল আছে। সমাধানের জন্য তেমন কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। আসন সংখ্যা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সংখ্যার সঙ্গে মোটেই খাপ খাবে না। প্রতিবারের মত এবারও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী কোথাও ভর্তির সুযোগ না পেয়ে ফিরে যাবে। ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা নানা কথা বলেন বটে কিন্তু কার্যত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় না। ভর্তি ব্যবস্থা সম্পর্কিত এই ঔদাসীন্য শিক্ষাবিষয়ক বিশৃংখলা আরো বাড়িয়ে তুলছে। উচ্চশিক্ষার পথ ক্রমাগত জটিল হচ্ছে। শিক্ষার বিকাশও আশানুরূপ হচ্ছে না। এ অবস্থার অবসান হওয়া জরুরী। শিক্ষা ব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করবেন, শুধু কথায় নয়, কাজেও তাদের তৎপর হওয়া দরকার। জরুরী ভিত্তিতে আপাতত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলানের প্রশ্নও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।